আমার বাবু দা

- শুভেন্দু শেখর রায়চৌধুরী (Suvendu Shekhar Roychoudhury), শ্যালক (Borther-in-law)

আমার বড়দার বন্ধু ছিলেন বাবুদা, একই স্কুলে পড়াশোনা করতেন এবং প্রায় একই পাড়ায় অর্থাৎ জামির লেন যেখানে আমাদের বাড়ি সেখানে আসতেন । বাবুদার বাড়ি ছিল কর্ণফিল্ড রোডে। পায়ে হাঁটা দূরত্ব 7 থেকে 8 মিনিটের সেই সুবাদেই দাদা ওনাদের বাড়ি যেতেন এবং বাবু দাও মাঝেমধ্যে আমাদের পাড়ায় আসতেন। একদিনের ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং ওনার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলাম- একদিন স্কুলের গরমের ছুটি পড়ার দিন আমি এবং আমার স্কুলের বন্ধু দের সাথে ফুল সংগ্রহ করতে গিয়েছি সেই সময় আমাকে কুকুরে কামড়ায়। স্কুলের ছাত্ররা আমাকে বাড়িতে দিয়ে যায়, ওই অবস্থায় বাবুদা আমাকে কাঁধে চাপিয়ে প্রায় দৌড়ে বালিগঞ্জ প্লেসের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাবুদাদের আদি বাড়ি হুগলি জেলার আঁটপুরে।বাবুদাদের বালিগঞ্জের বাড়ি এখনো মিত্রঘাঁটি নামে সর্বজনবিদিত। ওনাদের যৌথ পরিবার, জেড়তুতো ভাইরাও এখানেই একসঙ্গে থাকতেন । এরপর কোন এক সময় কর্ণফিল্ড সাহেবের মৃত্যুর পর বাগানের বাড়ির ওপর বিপর্যয় নেমে আসে,বাবুদারা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েন। এ বহু পূর্বের প্রায় 70 বছর আগেকার ঘটনা। এতদসত্ত্বেও অঞ্চলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে মিত্রবাগান টা কোথায় লোকেরা ওনাদের বাসস্থানের দিকটাই দেখিয়ে দেবে। যদিও ওখানে এখন বিরাট বিরাট বাড়ি হয়ে গেছে। তবুও 7 নম্বর কর্ণফিল্ড রোড বলতে এখনো মিত্রবাগান বোঝায়। ওই বাস্তুচ্যুত অবস্থায় আমার দাদা ওনাদের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং যাবতীয় সামগ্রী আমাদের বাড়িতে স্থানান্তরিত করে এবং কিছুদিনের জন্য কয়েকজনকে আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। এরমধ্যেই বাবুদা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তখন থেকেই দেখেছি বাবুদার টিউশনি করে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এরপর

তখনকার দিনে আইএ পাস করেন পরবর্তী সময়ে গ্রাজুয়েশন করেন। আইয়ে পরীক্ষার ফল বেরোনোর সময় বাবুদা কে বলতে শুনেছি ‘যদি বাংলায় 30 নম্বর পেয়ে যাই আমার ফার্স্ট ডিভিশন কেউ আটকাতে পারবেনা।’ ফল বেরোনোর পর যা বলেছেন তাই হল মেট্রিক পাশ করার পর থেকেই টিউশনি এবং দোকানে দোকানে প্যাকেট করে চা ডেলিভারি দেওয়া দুই হাতে দুই ব্যাগ নিয়ে চায়ের দোকানে দোকানে ডেলিভারি দেওয়া এই পরিশ্রম বিফলে যায়নি। পরবর্তী সময়ে রেলওয়ে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন

চাকরি পাওয়া সত্বেও টিউশনি বন্ধ হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে চেতলায় চলে যান। জ্যাঠাইমাদের সাথে চেতলায় উনি থাকতেন। দাদার বন্ধু হিসেবে এবং আমাদের বাড়িতে যাতায়াত সুবাদে আমার মা বাবুদার পিসিমা এবং জ্যাঠাইমার কাছে প্রস্তাব পাঠান আমার বড়দির সাথে বিবাহের প্রস্তাব। পরবর্তী সময়ে সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় । বিবাহের পর বাড়ি ভাড়া করে বেলুড়ে যাওয়া, যেহেতু লিলুয়া কর্মস্থল ছিল তাই সব টিউশনিও সমানতালে চালিয়ে গেছিলেন বালিগঞ্জ এবং বেলুড়ে । পরবর্তীকালে বেলুড়ে জায়গা কিনে নিজের বাসস্থান তৈরি করে পাকাপাকি বেলুড়ের বাসিন্দা হন দিদি জামাইবাবু।